৯৮৪৭
৯।০
১২

গান্ধারী

গান্ধারী

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকর্তার নূতন শিক্ষা-ধারা অনুসারে সমূহ বিদ্যালয়ের
তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর উপপাঠ্যরূপে লিখিত

আর্য্যলক্ষ্মী—৫নং

পদ্মিনী

তারাবাঈ, সিরাজের স্বপ্ন, প্রতাপ সিংহ
প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্ত

দেব সাহিত্য কুটীর

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর
২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

পুনর্মুদ্রণ—
ভাদ্র
১৩৬১

ছেপেছেন—
এস্. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা—৯

দাম—
ছয় আনা

প্রীতি-স্মৃতি

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর অভিশাপ —২৩ পৃষ্ঠা

এক

গৈরিকাম্বরা তপস্বিনী উষা ধ্যানমগ্না। আকাশের তটে তটে তাঁর রূপের মাধুরী ছড়িয়ে পড়েছে।—প্রকৃতি গম্ভীর···স্থির···শান্ত···সাবধান, যেন মায়ের এ মহাধ্যান ভঙ্গ না হয়।

যখন মায়ের ধ্যান ভঙ্গ হল, শত বন-বিহঙ্গম-কণ্ঠের কাকলীতে উঠল তরুণ সবিতার বন্দনা-গীতিকা···শেফালিকা অপর্য্যাপ্ত লাজাঞ্জলি ছড়িয়ে দিলে অরণ্যের পথে পথে—তাঁর শুভাগমনের মাঙ্গল্য।

প্রকৃতির এই শান্ত সন্ধিক্ষণে—তপস্বিনী কুমারী গান্ধারী, দীর্ঘ দিনের তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে অরণ্য-মধ্যস্থ শিবালয়ের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখে-মুখে সফলতার আনন্দ···আরক্ত অধরে ঈষৎ হাসির রেখা···কণ্ঠে প্রসাদ-মালিকা···এক হস্তে স্বর্ণভৃঙ্গার···এক হস্তে পুষ্প-মঞ্জুষা।

মন্দিরের স্থবির পূজারী মা গান্ধারীকে স্বাগত আহ্বান করে মন্দির-মধ্যে নিয়ে গেলেন। পূজারী ব্রাহ্মণগণ তখন বিগ্রহের সম্মুখে বন্দনা গাইতেছিলেন। তাঁদের কপালদেশ কুমকুমে চর্চ্চিত, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতির বিচিত্র বিলাস-চিত্র।

মন্দির-মধ্যে—পুষ্প-সৌরভে, অগুরু-গন্ধে, পঞ্চপ্রদীপের চঞ্চল আলোকে, ডমরুর তাণ্ডব তালে তরুণী তপস্বিনীর প্রাণ-মন তন্ময় হয়ে

গেল। তিনি মঞ্জুষা ভরে যে শত শুভ্র শতদল এনেছিলেন, তা বিগ্রহ-মূর্ত্তির বেদীমূলে উৎসর্গ করে ধ্যানাবিষ্টা হয়ে রইলেন।

বেলা প্রহরাতীত। দিক্-চক্রবাল হতে দীপ্ত সূর্য্য মন্দিরের চূড়োর কাছাকাছি এসেছে। বৃদ্ধ পূজারী স্নেহার্দ্র কণ্ঠে গান্ধারীকে লক্ষ্য করে বল্‌লেন—

"ওঠ মা। পূজা শেষ হয়েছে। মন্দির-দ্বার এখনি বন্ধ হবে।"

গান্ধারীর ধ্যান ভেঙ্গে গেল। উৎপল-সুষমা-মাখা তাঁর তুষার-শুভ্র মুখখানি পাণ্ডুর হয়ে উঠল···যেন একটা গভীর বিষাদের ছায়া এসে পড়ল।—প্রাপ্ত বরের কল্যাণ-কামনায় তিনি ভক্তির যে পুষ্পাঞ্জলিটি মানস-তীর্থ হতে আহরণ করে চন্দ্রশেখরের চরণে নিবেদন করছিলেন, ধ্যান ভঙ্গ হওয়ায় তা ব্যর্থ হল।

তিনি শঙ্কিত প্রাণে বিগ্রহকে প্রণাম করে মন্দির হতে বেরিয়ে এলেন।

দুই

পঞ্চনদের পর্ব্বতময় প্রদেশের উত্তরে গান্ধার দেশ। প্রকৃতির অজস্র সৌন্দর্য্য-সম্ভারে গান্ধার সুশোভিত।···কোথাও অপর্য্যাপ্ত প্রফুল্ল ফুলভারাবনতা এলা লতা—সৌরভে, সৌন্দর্য্যে উচ্ছ্বসিতা, কোথাও দ্রাক্ষাকুঞ্জের নিবিড় শ্যাম সুষমা, কোথাও দাড়িম্ব-কানন আরক্ত কুসুম-লাবণ্যে উল্লসিত।···বনানীর বিকচ যৌবনের উপর প্রথম বসন্তের পুলক-হিল্লোল যখন ঝল্‌মল্ করে ওঠে, অশান্ত সমীরণ তখন তার সুবাসের ভাণ্ডার উজাড় করে সারা দেশকে নন্দিত করে তোলে।

প্রকৃতির এই রম্য কানন মানব-রচিত কারু-শিল্পে আরো রমণীয় হয়ে উঠেছে। অসংখ্য শোভন হর্ম্ম্যরাজি, তুঙ্গ মন্দির-চূড়, বিভূষণ

বিলাস-কানন, প্রশস্ত রাজপথ, বিচিত্র পণ্য-বিলসিত বিপণি-শ্রেণীতে গান্ধার বিশেষ সমৃদ্ধ।

এই সুন্দর দেশের রাজার নাম সুবল। গান্ধারী এই সুবল রাজার কন্যা। পুত্রের নাম শকুনি।

গান্ধারী কর্ত্তব্যে—স্থিরা…সারল্যে—নম্রা…স্নেহে—মধুরা…রূপে—বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীসমা। শকুনি ঠিক তার বিপরীত। সে কুটিল…ক্রূর …কপট…কুৎসিত।

এই দুইটি বিপরীত-ধর্ম্মী ভ্রাতা-ভগ্নীর সংযোগে ভারতব্যাপী যে সমরানল জ্বলে উঠেছিল, তার কথা পরে বল্‌ছি।

তিন

সে দিন বাসন্তী পূর্ণিমা,…কুঞ্জে কুঞ্জে বিলোল জ্যোৎস্নার বিহ্বল বিলাস,—পর্ব্বত-শীর্ষে শুভ্র তুষারের উপর কৌমুদীর কিরণ-সম্পাত নানা বর্ণ-লীলায় ঝক্‌মক্ কচ্ছে, হিমানীমুক্ত বৃক্ষ-বল্লরীর অঙ্গে অঙ্গে শ্যামল যৌবন-শ্রীর জাগ্রত সৌন্দর্য্য। পৃথিবী হাস্যময়ী…আকাশে আলোকের সমারোহ…গান্ধারবাসিগণের প্রাণে প্রাণে আনন্দের অনিন্দ্য জ্যোৎস্না।

এই শুভলগ্নে গান্ধার নগরীর তোরণ-মঞ্চে শানাইয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধ্বনিত হচ্ছিল সাহানার সুমধুর সুর,…মুখর হয়ে উঠেছিল পুর-মহিলাগণের কণ্ঠে কণ্ঠে মঙ্গল-শঙ্খের মধুর ধ্বনি।

পুত্র শকুনি গান্ধার-রাজের সিংহাসন-তলে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন—

"কুরু-জাঙ্গালের দূতকে নিয়ে আসব পিতা ?"

"তোমার কি অভিপ্রায় শকুনি ?"

"ভীষ্মদেবের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা কি সমীচীন হবে ?"

"ধৃতরাষ্ট্র যে জন্মান্ধ।"

"তিনি অশেষ গুণবান্, রূপবান্। শুধু অন্ধতায় কি তাঁর সমস্ত গুণরাশি ঢেকে দেবে?"

"তোমার উত্তরে সুখী হলেম শকুনি! অনেক চিন্তার পর আমিও এই সিদ্ধান্তে এসেছি।—অনবদ্য কুল, অশেষ খ্যাতি, বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য। এমন ঘরে কন্যা-সম্প্রদান সৌভাগ্যের বিষয়। তুমি ব্রাহ্মণ-দূতকে বল গে—'আমরা সম্মানের সহিত ভীষ্মদেবের প্রস্তাব গ্রহণ করলেম।'"

শকুনি পিতাকে প্রণাম করে চলে গেলেন।

চার

হস্তিনাপুরের পথে পথে আজ ভিড় লেগেছে। প্রতি সৌধ-চূড়ায় বিচিত্র বর্ণের পতাকা, প্রতি তোরণ-দ্বারের সম্মুখে গঙ্গাবারিপূর্ণ সুবর্ণ কলস···তার উপর আম্র-পল্লবের শ্যাম-শ্রী। কৌরব-কুমার ধৃতরাষ্ট্রের আজ বিবাহ। সমস্ত নগরী আনন্দে ভেঙে পড়েছে। নাগরিকগণের কণ্ঠে কণ্ঠে আনন্দের কলকলা···প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, বালক, যুবক—আনন্দে সব মাতোয়ারা। আকাশে আনন্দ, বাতাসে আনন্দ—নৈশ নীলিমার অনাবৃত বক্ষে যে অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জ জ্বল্‌ছিল—তারাও যেন আনন্দে ঢল ঢল!

এ আনন্দ-সমারোহের মধ্যে আনন্দের প্রফুল্ল প্রতিমা কুমারী গান্ধারী মণিময় অলঙ্কার ও রক্তাম্বরে সজ্জিতা হয়ে বিবাহ-মণ্ডপে নীতা হলেন। প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে মঙ্গল-শঙ্খ বেজে উঠলো।

গান্ধার-কুমার শকুনি অপরিমেয় যৌতুক-সম্ভারসহ ভগ্নীকে সম্প্রদান করলেন।

প্রজ্বলিত হোমাগ্নি-সম্মুখে গান্ধারী রুদ্ধ-নয়নে বিবাহের সমস্ত অনুষ্ঠান শেষ করলেন। ধ্রুব দর্শন অনুষ্ঠানেও তিনি আঁখির বন্ধন খুলে

ধ্রুবতারা দেখ্‌লেন না। তাঁর পূত চিত্তকে ধ্রুবতারার মত স্থির রেখে মন্ত্র পাঠ করলেন—"ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং পতিকুলে ভূয়াসম্"—ধৃতরাষ্ট্রও মনকে এক পত্নী ব্রতে স্থির রেখে মন্ত্র পড়লেন, "ধ্রুবা দ্যৌঃ ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতা ইমে ধ্রুবা স্ত্রী পতিকুলে ইয়ম্।"

বিবাহের পূর্ব্বাহ্নে শ্রীমতী গান্ধারী তাঁর ভাবী পতি অন্ধ বলে নিজের উৎপল-তুল্য নয়ন-যুগল চিরদিনের জন্য রুদ্ধ করে ধৃতরাষ্ট্রের পঠিত—"ওঁ প্রাণেস্তে প্রাণান্" এই স্বামী-স্ত্রীতে একত্রীকরণ মন্ত্র সার্থক করেছিলেন।

কৌরব-ভবনে এসে গান্ধারী সমপ্রাণা দুইটি জা পেয়েছিলেন,—তাঁরা কুন্তী ও মাদ্রী। ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মহাত্মা ভীষ্মদেব তাঁর অপর ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুরও বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন করালেন। কুন্তী ও মাদ্রী রাজা পাণ্ডুরই সহধর্ম্মিণী। কুন্তী যদুবংশীয় রাজা শূরসেনের কন্যা। শূরসেন তাঁর প্রিয়সুহৃৎ, পরমাত্মীয় নিঃসন্তান রাজা কুন্তিভোজের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—তাঁর প্রথম সন্তান কুন্তিভোজকে দান করবেন। সেই প্রতিজ্ঞা অনুসারে শূরসেন তাঁর প্রথম সন্তান,—কন্যা পৃথাকে রাজা কুন্তিভোজকে দান করলেন। রাজা কুন্তিভোজের পালিত কন্যা বলে পৃথার নাম কুন্তী হল। মাদ্রী, মদ্ররাজকন্যা—রাজা শল্যের ভগ্নী।

ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু মহাত্মা ভীষ্মের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের সন্তান। ভীষ্ম তাঁর পিতার কাছে প্রতিজ্ঞা করে কৌরব-সিংহাসনের ভবিষ্যৎ স্বত্ব ত্যাগ করেছিলেন; এবং তাঁর বিবাহের পর যদি তাঁর কোনও সন্তান জন্মে এবং সে দাবী উত্থাপন করে, এই আশঙ্কায় মহানুভব ভীষ্ম চিরকুমার থেকে জিতেন্দ্রিয়, স্থির-প্রতিজ্ঞ, ভারতের আদর্শ পুরুষ হয়ে রইলেন। ছোট ভাই বিচিত্রবীর্য্যই সিংহাসনের অধিকারী হলেন। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর আর এক ভাই ছিলেন, তাঁর নাম বিদুর।

বিদুর মাতৃকুলে হীন হলেও তাঁর অপূর্ব্ব চরিত্রের মাধুর্য্যে ও ধর্ম্মের একনিষ্ঠতায় ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে সকলের শ্রদ্ধা ও সমাদর লাভ করেছিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ, তাই বয়সে জ্যেষ্ঠ হয়েও কৌরব সিংহাসনের অধিকারী হলেন না, সিংহাসনে বসলেন পাণ্ডু। কিন্তু পাণ্ডুর অকাল-মৃত্যুর পর আবার ধৃতরাষ্ট্রই কৌরব-রাজ্যভার গ্রহণ করলেন।

পাঁচ

শুক্ল পক্ষের প্রতিপদে নির্ম্মেঘ, নীল আকাশ-প্রান্তে চন্দ্রমা যেমন একটা ক্ষীণ পাণ্ডুর রেখায় দেখা দেয়···তারপর দিনের পর দিন, কলা কলা করে তার উজ্জ্বলতা পরিস্ফুট করে তোলে···নিজেকেও দীপ্তিময় করে এবং আকাশ-পৃথিবীকেও তার অমল শুভ্র উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় প্রফুল্ল করে দেয়,···দেবী গান্ধারীরও চরিত্র-প্রভা দিন দিন বিকশিত হয়ে সারা কৌরব-ভবনকে মধুময় করে তুল্‌ল।

কিছুদিন পরে গান্ধারীর গর্ভসঞ্চার হল, তার কিছু পরে কুন্তী, মাদ্রীও গর্ভবতী হলেন।

কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন,—মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেব জন্মগ্রহণ করলেন।

গান্ধারীর দুর্য্যোধন, দুঃশাসনাদি শত পুত্র ও দুঃশলা নাম্নী এক কন্যা হ'ল।

যে দিন দুর্য্যোধনের জন্ম হয়, সে দিন হস্তিনাপুরে একটা প্রলয় ওঠে, দিগ্‌দাহ জ্বালাময় শিখায় দেখা দেয়; গৃধ্র, গর্দ্দভ ও শৃগালগণ বিকট রবে ডাকতে থাকে। আতঙ্কে মাতা গান্ধারীর প্রাণ কেঁপে উঠল, ব্রাহ্মণগণ স্বস্তি-বচন পাঠ করতে লাগ্‌লেন।

যাক্ সে কথা।

ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর পুত্রগণ কৌরব-ভবনের আনন্দ বর্দ্ধন করে বড় হতে লাগল। মহাত্মা ভীষ্ম তাদের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত অতি পরিপাটিরূপে করে দিলেন। অস্ত্রশিক্ষার ভার প্রথমে কৃপাচার্য্য, তারপর দ্রোণাচার্য্যের উপর ন্যস্ত হল।

যুধিষ্ঠির,—ধীর, শান্ত, ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যসন্ধ,…ভীম,—অমিত বলশালী, সুন্দর, সরল,…অর্জ্জুন,—তেজস্বী, নির্ভীক, কৌশলী,… নকুল ও সহদেব—বিদ্বান্, বিনয়ী ও শ্রীমান্।

দুর্য্যোধন—ক্রূর, কপট, অভিমানী,…দুঃশাসন—দুর্ব্বুদ্ধিপরায়ণ কাপুরুষ। এই বিভিন্ন-চরিত্র বালকগণের মধ্যে নিত্য কলহ, নিত্য অশান্তি।

এই শৈশব-কলহ পরিণামে যে বিষ উদ্গার করলো, তাতে দেশময় হাহাকার উঠলো,…ভারতবর্ষ ছারখার হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে হস্তিনাপুরে একটা অতি শোকাবহ দুঃখের ঘটনা ঘটে গেল।—রাজা পাণ্ডু যখন দিগ্বিজয়ের পর দিগ্বিজয় করে রাজকোষ স্ফীত ও কৌরব-সাম্রাজ্যকে বর্দ্ধিত করছিলেন, তখন তিনি একদিন মৃগয়ায় যেয়ে মুনি-কর্ত্তৃক একটা তুচ্ছ কারণে অভিশপ্ত হয়ে রাজ্য ছেড়ে বনে প্রবেশ করেন; সেখানে তাঁর প্রাণ-বিয়োগ হয়। তাঁর একান্ত প্রিয়তমা পত্নী মাদ্রী তাঁর অনুগমন করে সহমৃতা হন। সমস্ত রাজ্য জুড়ে আর্ত্তনাদ, হাহাকার ওঠে!

এই দুর্ঘটনার পর বিধবা কুন্তী, পিতৃহীন পুত্রগণকে নিয়ে হস্তিনায় ফিরে এলেন।

দুর্য্যোধনের হৃদয়-মধ্যে আবার সুপ্ত হিংসা গর্জ্জে উঠল। সে একদিন ক্রীড়ার ছলে ভীমকে বিষপান করিয়ে হত্যা করবার চেষ্টা

করল, কিন্তু ব্যর্থ হল।—নানা ছলে, কৌশলে দুর্য্যোধন এই পঞ্চ-ভাইয়ের বিনাশ-সাধনের জন্য অহরহঃ চেষ্টা করতে লাগল। অবশেষে নানা দাহ্য পদার্থ দিয়ে অপূর্ব্ব এক জতুগৃহ তৈরি করে কৌশলে কুন্তীদেবী ও যুধিষ্ঠিরাদি পাঁচ ভাইকে সেই গৃহে পাঠিয়ে দিলে।

তাঁরা যখন জতুগৃহের উদ্দেশে যাত্রা করেন, সে সময় বিদুর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি যাবনিক ভাষা জান্‌তেন, যুধিষ্ঠিরও সে ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। বিদুর অন্যের অবোধ্য সে ভাষায় জতুগৃহের সমস্ত রহস্য বলে সাবধান করে দিলেন।

মাতা কুন্তীসহ পাণ্ডবেরা রক্ষা পেলেন বটে, কিন্তু দুর্য্যোধনের ব্যবহারে পীড়িত হয়ে তাঁরা আর বাড়ী ফিরলেন না; বনে বনে ঘুরে নানা কষ্ট ও দুঃখের মধ্যে জীবন যাপন করতে লাগলেন।

বনবাসের এই দুঃখের দিনে যখন তাঁরা ঋষি ধৌম্যের আশ্রমে, তখন দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের কথা তাঁরা শুন্‌তে পেলেন। পাঁচ ভাই ব্রাহ্মণ-বেশে পাঞ্চাল-সভায় যেয়ে দুর্ভেদ্য লক্ষ্য ভেদ করে দ্রৌপদীকে আয়ত্ত করলেন।

প্রজ্বলিত অগ্নিকে যেমন তৃণ দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না—পাণ্ডবগণের শৌর্য্য-বীর্য্যকে শত অবস্থার পরিবর্ত্তনেও ম্লান করতে পারল না। তাঁরা দুর্দ্দান্ত রাক্ষসগণকে বধ করে ঋষিগণের তপোবনকে নিরাপদ করে দিলেন। তাঁদের এই দুর্দ্দিনে তাঁরা বড় একটা সহায় পেয়েছিলেন,—তিনি শ্রীকৃষ্ণ। ভগবানের অবতার এ মহাপুরুষ তাঁর অলৌকিক কর্ম্ম-প্রতিভায় মানুষকে দেবতার আসনে টেনে তুল্‌লেন এবং নিজেও আব্রহ্মস্থায়ী কোটি কোটি প্রাণের চিরপূজ্য হয়ে রইলেন।

পাণ্ডবগণের কার্য্যকলাপে ধৃতরাষ্ট্রের মন আকৃষ্ট হল; তিনি সমাদরে পাঞ্চাল হতে তাঁদের ডেকে এনে অর্দ্ধেক রাজ্য ভাগ করে দিলেন।

কিছুদিন শান্তিতে কেটে গেল।

কুরুক্ষেত্রে গান্ধারী

[পৃষ্ঠা—২২

ছয়

দেবী গান্ধারীর পবিত্র সংসারে এক অতি অশুভ ক্ষণে নিতান্ত পাপগ্রহ-রূপে এসে জুটল তাঁর ভ্রাতা শকুনি।

শকুনির কুটিল চক্রে পড়ে ক্রূর দুর্য্যোধন যে সর্ব্বধ্বংসী অগ্নি প্রজ্বলিত করল—শত লক্ষ বীরের হৃদয়-শোণিতে, লক্ষ লক্ষ পতিহারা, পুত্রহারা নারীর অশান্ত অশ্রুজলে তা নির্ব্বাপিত হল না।

কিছুদিন রাজ্য শাসনের পর যুধিষ্ঠির বিরাট এক রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন।—সে এক অবর্ণনীয় ব্যাপার! অর্জ্জুন, ভীম, নকুল, সহদেব—চার ভাই, চার দিক্ জয় করে ভারতের সমস্ত রাজন্যবর্গকে বশীভূত করে অফুরন্ত ধন-ভাণ্ডারে রাজকোষ সমৃদ্ধ করে তুল্‌লেন।

এই রাজসূয় যজ্ঞে পাণ্ডবগণের ঐশ্বর্য্য ও সম্মান দেখে দুর্য্যোধন দিশেহারা হয়ে পড়ল।—তার অন্তরের অপ্রতিহত হিংসার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে সে দীর্ঘ বিনিদ্র রজনী নানা কুৎসিত কল্পনা নিয়ে কাটাতে লাগল। শেষে কৌরব-ভবনের এক নিভৃত কক্ষে বসে দুটি অভিশপ্ত প্রাণী···মামা আর ভাগ্নে,—শকুনি ও দুর্য্যোধন—এক ভীষণ আত্মঘাতী ষড়্‌যন্ত্র আরম্ভ করল।

ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ, অথর্ব্ব, তার উপর পাণ্ডবগণের অপ্রমেয় ঐশ্বর্য্যে ও সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্যে একটুকু ঈর্ষান্বিতও বটেন। প্রিয় পুত্র দুর্য্যোধন এসে যখন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে কপট দ্যূত-ক্রীড়ার কথা পাড়লেন, তিনি সহজেই সম্মত হলেন।

কৌরবগণের বিনাশের বীজ বপন হল।

সাত

আজ শকুনির চক্রে, যুধিষ্ঠিরের সারল্যে, পাশা খেলায় পাণ্ডবেরা সর্ব্বহারা। অবশেষে দ্রৌপদীকে পণে জিতে নিয়ে যখন দুর্য্যোধন, ভাই দুঃশাসনকে দিয়ে অশেষ লাঞ্ছনায় তাঁকে পীড়িতা করতে লাগল, তখন মাতৃত্বের অভিমানে, নারীর আত্মসম্মানের গরিমায় দেবী গান্ধারীর প্রাণ-মন ক্ষুব্ধ আবেগে উতলা হয়ে উঠল। তিনি নারীর সমস্ত মহিমায় মহিমান্বিতা হয়ে প্রাণারাধ্য পতি ধৃতরাষ্ট্রের সম্মুখে যেয়ে বল্‌লেন—"মহারাজ! আপনার পুণ্য-সংসারে যে আগুন লেগেছে! তবু নিশ্চিন্ত বসে আছেন? আপনার বহিশ্চক্ষুঃ অবরুদ্ধ, কিন্তু আমি জানি,—আপনার প্রজ্ঞা-আঁখি প্রকৃষ্টরূপে উন্মীলিত, কৌরবের কুলবধূর এ লাঞ্ছনা কুললক্ষ্মী সহ্য করবেন কি?"

"দুরন্ত পুত্র, কথা শুনছে না রাণী!"

"যেদিন দুর্য্যোধনের জন্ম হয়, সে দিন নানা দিকে অমঙ্গল দেখে রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিগণ তাকে পরিত্যাগ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন; তখন স্নেহের আতিশয্যে তা পারিনি—আজ সেজন্য এ মাতৃ-হৃদয়ের মধ্যে ধিক্কার উঠছে। তাকে ডেকে পাঠান মহারাজ!"

ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্যা-পত্নী-গর্ভজাত যুযুৎসু নামে এক পুত্র ছিল, তাকে দিয়ে দুর্য্যোধনকে ডেকে পাঠালেন।

দুর্য্যোধন যখন তাঁদের সম্মুখে এল, তাকে দেখে দেবী গান্ধারীর সমস্ত অন্তর যেন গর্জ্জে উঠ্‌ল।—তাঁর নয়ন-যুগল আবরিত থাকলেও, মনশ্চক্ষে তিনি দুর্য্যোধনের মূর্ত্তি দেখলেন।—এ কি সে, যে আমার স্তন্যপান করেছে? এই কি আজন্ম-ব্রতচারিণী গান্ধারীর পুত্র? এই কি ধর্ম্মরত কুরুশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রের সন্তান?…মুখে একটা অনুশোচনার ক্ষীণ চিহ্নও প্রকটিত হয়নি…নয়ন-কোণে বিদ্রূপের হাসি! গান্ধারী

স্নেহময় পুত্রকে দেখছেন—যেন একটা অসুরের বিকট মূর্ত্তি!—স্নেহ নেই, দয়া নেই, মমতা নেই। তিনি তীব্রস্বরে বল্‌লেন—"পুত্র, মা দ্রৌপদী কোথায়?—কৌরবের কুলবধূ?" দুর্য্যোধন মৃদুহাস্যে উত্তর কর্‌ল—"ধরে নিয়ে গেছি সভায়। তাকে তুমি কুলবধূ বল মা?"

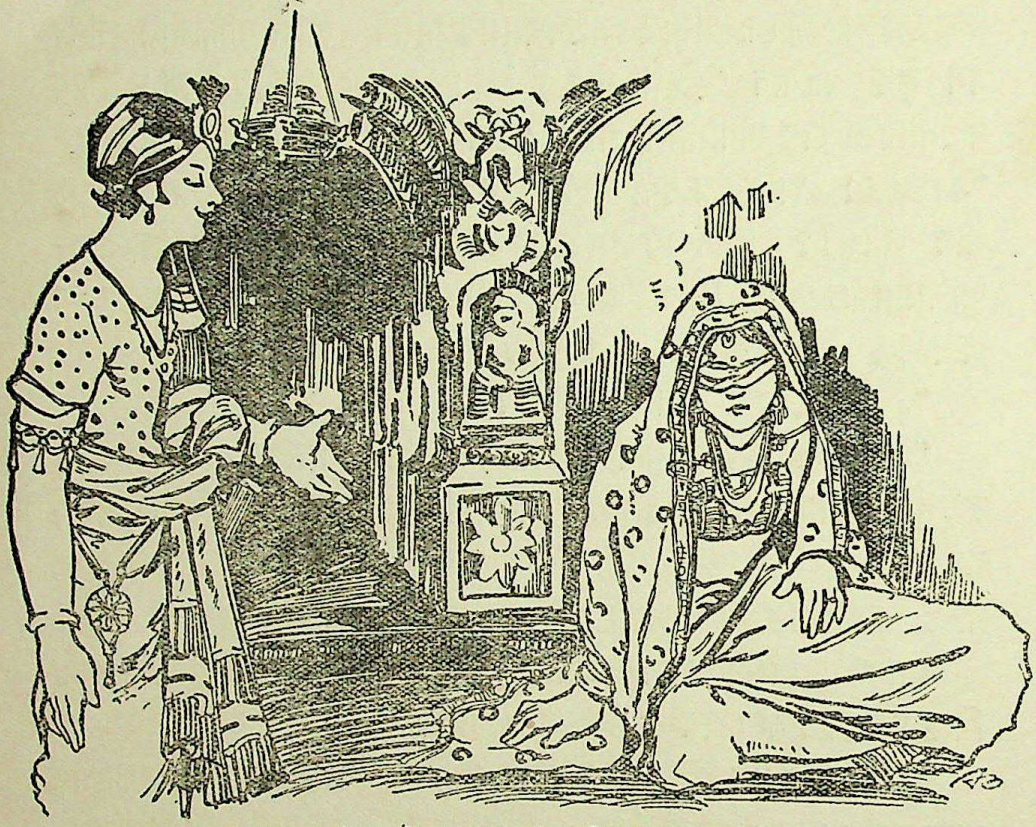

মৃদুহাস্যে দুর্য্যোধন উত্তর করল—"...তুমি তাকে কুলবধূ বল মা?"

কণ্ঠস্বরে আরো তীব্রতা মাখিয়ে গান্ধারী বল্‌লেন—"তর্ক কর না মার সঙ্গে, যদি বাঁচতে চাও—যদি কৌরবের সর্ব্বনাশ না করতে চাও, এক্ষুণি—এই মুহূর্ত্তে তাকে মুক্ত করে দাও। মায়ের আদেশ; আর ঐ তোমার পিতা মহারাজের আদেশ! যাও!"

এমন ভৎ সনার ভঙ্গীতে গান্ধারী আদেশ করলেন যে, দুর্য্যোধনের আর একটি কথা কইবারও সাহস রইল না। রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও দেবী গান্ধারীর চেষ্টায় পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী রক্ষা পেলেন বটে, কিন্তু তাঁদের বিপদের শেষ হল না। দুর্য্যোধন আবার ষড়্‌যন্ত্র করে যুধিষ্ঠিরকে পাশায় আহ্বান করলেন। এবার ধন-জন পণ না রেখে, দ্রৌপদীসহ পাঁচ ভাইয়ের বনবাসের ব্যবস্থা হল। এবারও যুধিষ্ঠিরের হার হল। দ্রৌপদীকে নিয়ে পাঁচ ভাই বনে চলে গেলেন।

মরণবিজয়ী প্রাণ যারা সঙ্গে এনেছে, করাল কৃতান্ত স্বয়ং সঙ্গে এসেও তাদের নত করতে পারে না।—অশেষ যন্ত্রণা, অপরিমেয় দুঃখ, অপরিসীম বেদনা নিয়ে বনের অন্ধকারতম নির্জ্জন গহনের মাঝে পাণ্ডবগণ প্রকাশ হতে লাগলেন মধ্যাহ্ন-গগনের প্রচণ্ড ভাস্করের মত।

বনবাসের সময়ের অবসানে তাঁরা যখন ফিরে এসে রাজ্যের অধিকারের জন্য প্রস্তাব করলেন, দুর্য্যোধন আবার ষড়্‌যন্ত্র আরম্ভ করলেন।

এই গৃহ-বিবাদ মিটাবার জন্য দ্বারকা হতে শ্রীকৃষ্ণ এলেন। তিনি তাঁর প্রবল মানবতা, অপরাজেয় যুক্তি ও অসীম সহিষ্ণুতা নিয়ে মহাত্মা ভীষ্ম, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, গুরু দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দিয়ে এই বিবাদের অবসান করবার প্রয়াস পেলেন; কিন্তু দুর্য্যোধনের হঠকারিতায় সব ব্যর্থ হল।

ভীষণ সমরায়োজন চলতে লাগল। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ প্রভৃতি ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শূরগণ নানা কর্ত্তব্যের অনুরোধে দুর্য্যোধনের পক্ষ নিলেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁর নারায়ণী সৈন্যদল দুর্য্যোধনের পক্ষে দিয়ে নিজে পাণ্ডবগণের পক্ষে রইলেন।

দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যদল ও শ্রেষ্ঠতম রথীগণকে পেয়ে দুর্য্যোধন ভাবী জয়োল্লাসে উন্মত্ত হয়ে উঠল।

নীরবে দেবী গান্ধারী সব শুন্‌লেন, নীরবে তাঁর নিভৃত ভবন-কক্ষে বসে এই সর্ব্বনাশী যুদ্ধের আলোচনা করলেন।—তারপর নারীর সমস্ত ব্রীড়া, সঙ্কোচ পরিত্যাগ করে সে মহতী কৌরব-সভার সম্মুখীন হ'লেন,—সকলে এক তেজস্বিনী দেবীমূর্ত্তি দেখে সম্ভ্রমে মস্তক নত করল।

ধৃতরাষ্ট্র নিতান্ত উদ্বেগ-জড়িত কণ্ঠে বললেন—"রাণী! তোমার দুরন্ত পুত্রকে আমি বুঝাতে পারলেম না, সে পূজনীয় ভীষ্ম দ্রোণকে অতিক্রম করেছে।—সম্মুখে অবশ্যম্ভাবী সর্ব্বনাশ, দেখ তুমি একবার চেষ্টা করে তাকে ফিরাতে পার কি না।"

ধীর-স্থির কণ্ঠে উত্তর হল—

"আপনার সেবিকার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করবেন।—নিজের পুত্রের সর্ব্বনাশ আপনি নিজেই করেছেন।—আপনি অপত্যস্নেহের বশে তাদের শত অনাচারকে প্রশ্রয় দিয়ে তাদের সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছেন। আপনি যদি অভিভাবকের কঠোরতা নিয়ে তাদের শাসন করতেন, আজ এমন ব্যাকুল হয়ে তাদের পরিণাম চিন্তা করে আর্ত্তনাদ করতেন না। পুত্র-কন্যা যে কত স্নেহের, কত আদরের প্রিয়জন, এই মাতৃহৃদয় দিয়ে আপনাকে যদি বুঝাতে যাই, আপনি ঠিক বুঝবেন না। আপনাকে মায়ের হৃদয় নিয়ে বুঝতে হবে। কিন্তু মহারাজ! তাই বলে তার সর্ব্বগ্রাসী প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিয়ে কি তাকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে দেব?"

ধৃতরাষ্ট্র অপরাধীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন—

"জান্‌তেম না রাণী! তাকে সমস্ত মর্ম্ম নিংড়ে যে অমৃত পান করিয়েছি,—জান্‌তেম না,—তা বিষ হয়ে তার সর্ব্বনাশ কর্ব্বে।"

গান্ধারী সেই সভায় দুর্য্যোধনকে ডেকে পাঠালেন। সে যখন এল, মাতৃহৃদয়ের সমস্ত মমতায় কণ্ঠ সিক্ত করে অতি সংযত স্বরে গান্ধারী বলতে লাগলেন—

"পুত্র আমি তোমার মা···পরমাত্মীয়া···পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী—দুটি

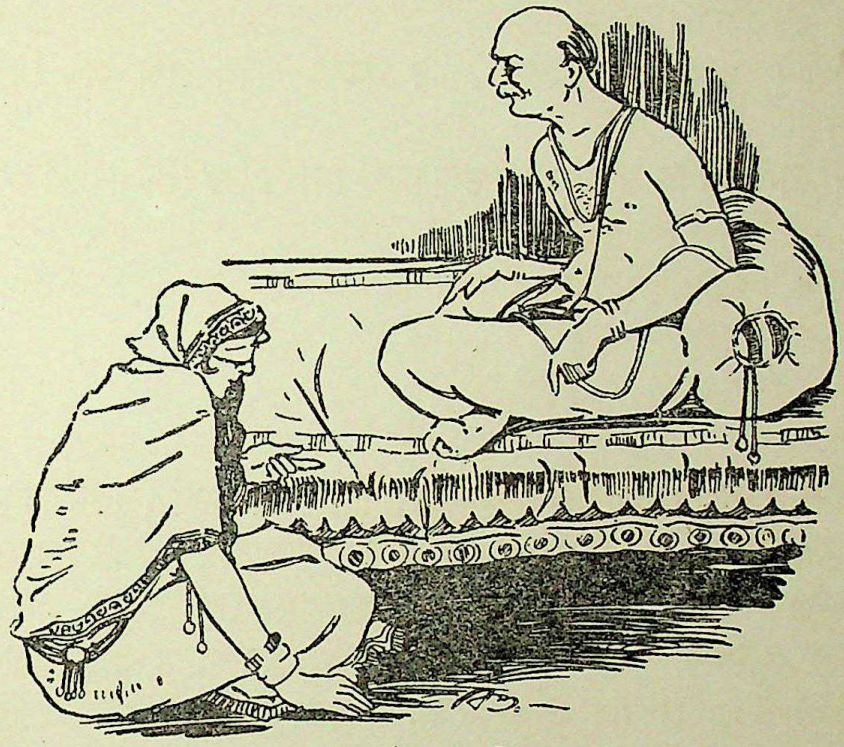

ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী

কথা শোন আমার,···তুমি মুখে যাই বল, পাণ্ডবগণের শৌর্য্যের কথা তোমার অজ্ঞাত নয়। আজ যদি তোমরা ভাই ভাই মিলিত হয়ে রাষ্ট্র গঠন কর, কি অসীম শক্তিমান্ সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে? আজ যাদিগকে পরম শত্রু মনে করছ, একটু অনুকম্পা, একটু ভালবাসা তাদিগকে দাও,—তারা তোমার একান্ত আত্মীয় হয়ে দাঁড়াবে।"

নানা কথায়, নানা যুক্তি-পরম্পরায় গান্ধারী দুর্য্যোধনকে অনেক বুঝালেন, কিন্তু সব ব্যর্থ হল।

তারপর যখন যুদ্ধযাত্রার সময় হল, দুর্য্যোধনাদি গান্ধারীর যুযুৎসু শত পুত্রও গান্ধারীর কাছে এলেন আশীর্ব্বাদের জন্য···তাঁর চরণ-যুগল বন্দনা করে দুর্য্যোধন বল্ল—

"মা! যুদ্ধে চল্‌লেম, আশীর্ব্বাদ করুন,—যেন জয়ী হয়ে ফিরে আসি।"

দেবী গান্ধারী সকলের মস্তক আঘ্রাণ করে শুধু ছোট একটা কথা বল্‌লেন—"যথা ধর্ম্ম তথা জয়।"

একটা গভীর স্তব্ধতা সমস্ত ঘরখানাকে আচ্ছন্ন করল।

আট

মৃত্যুর সমস্ত বিভীষিকা নিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ হল।—দশ দিনের যুদ্ধের পর ভীষ্ম শর-শয্যাশায়ী হলেন; দ্রোণ, কর্ণ, শল্য সকলেই একের পর একে একে মৃত্যু বরণ করলেন। অর্জ্জুনের প্রিয়তম পুত্র নির্ভীক বীর বালক অভিমন্যু শৌর্য্যের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি রেখে সমস্ত পাণ্ডবগণকে বিষাদের অন্ধ তমসায় আচ্ছন্ন করে মৃত্যু-শয্যায় চিরনিদ্রিত হল। কুরুক্ষেত্রের উদার প্রান্তর রক্তে রঞ্জিত,···শবের কঙ্কাল-স্তূপে ভয়াবহ হয়ে উঠ্‌ল।

অর্জ্জুনের রথে—নিরস্ত্র শ্রীকৃষ্ণের হস্তের পাঞ্চজন্য মুহুর্মুহু বাজ্‌তে লাগল, ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করে! শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলেন না, কিন্তু তাঁর শক্তি ও সঙ্কল্পে দুর্য্যোধনের অভেদ্য অপরাজেয় সামরিক বল একটা নিঃশ্বাসে যেন ভস্ম হয়ে গেল!

কৌরবগণের সব গেল, পাণ্ডবগণেরও তাঁরা পাঁচজন ভিন্ন বড় আর কেউ রইল না,—যে উদ্দাম ক্ষাত্র-শক্তির অসির মুখে অধর্ম্মের স্পর্দ্ধিত

গান্ধারী শুধু ছোট একটা কথায় বললেন—"যথা ধর্ম্ম স্তথা জয়।" —পৃষ্ঠা ২০

মূর্ত্তি প্রকট হয়ে উঠেছিল, ভগবানের স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের একটা অঙ্গুলি হেলনে সব চুর হয়ে ধূলার মাঝে লুটিয়ে পড়ল।

কুরুক্ষেত্রের শবরাশি দলিত করে, রক্ত-রঞ্জিত চরণে পতিহারা, পুত্রহীনা নারীগণের হাহাকারের মধ্য দিয়ে বিজয়ী পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণকে পুরোভাগে রেখে গৃহে ফিরে এলেন।—গৃহ না শ্মশান? পরিচিত মুখ একখানিও দেখতে পেলেন না···কৈশোরের স্মৃতি, যৌবনের স্বপ্ন, সব যেন ঐ শ্মশানের আগুনে জ্বল্‌ছে।—হাসি নেই, আনন্দ নেই, বিজয়ীর উল্লাস নেই···মলিন, পাণ্ডুর বিষাদের মূর্ত্তি নিয়ে ফিরে এলেন বিজয়ী দল—শুধু কাঁদবার জন্য!

ভারতের সে দুর্য্যোগ-দিনে কুরুক্ষেত্রের সমর-প্রাঙ্গণে যে মহা ক্রন্দন উত্থিত হয়েছিল, এখনো তার অবসান হল না।

নয়

কে ঐ উন্মাদিনী? ঐ কি মা গান্ধারী? ঐ কি সেই দেবী?—সহিষ্ণুতার স্থির মূর্ত্তি···শত ঝঞ্ঝায় টলেননি, শত ঐশ্বর্য্যের গর্ব্বে স্ফীত হননি?···

শত পুত্রহারা মা যে আজ উন্মাদিনী!—আলুলায়িত রুক্ষ কুন্তলরাজি বাতাসে উড়্‌ছে···স্বর্ণময় চেলাঞ্চল ধূলায় গড়াচ্ছে। অসংখ্য রোরুদ্যমানা বিধবাগণের পুরোবর্ত্তিনী হয়ে মা চলেছেন মৃত পুত্রগণের শব দেখবার জন্য কুরুক্ষেত্রের সে ভয়ানক প্রান্তরে।

তাঁর অন্তরের সমস্ত ক্ষমা শোকাগ্নিতে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে,—সে অগ্নির বাষ্প হতে নিঃশ্বাস বেরুচ্ছে বিষাক্ত মড়ক নিয়ে। তাঁর চিত্তের এই অব্যবস্থিত অবস্থা দেখে ব্যাসদেব তাঁকে বুঝাতে লাগলেন। কিন্তু পুত্রহারার প্রাণে কি তাতে প্রবোধ মানে? তিনি একবার দেখতে চাইলেন ভীমকে—যে তাঁর পুত্র দুঃশাসনের রক্তপান করেছে, দুর্য্যোধনকে অন্যায় যুদ্ধে হত্যা করেছে।

যে ভীম ভৈরব সংহার-মূর্ত্তি ধরে কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে ভীম গদা নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে, সে নিতান্ত ভীত হয়ে পড়ল পুত্রহারা মা গান্ধারীর একটা বিহ্বল আহ্বানে। যুধিষ্ঠির এসে বল্‌লেন—"আমিই অপরাধী মা, এই হত্যার মূল আমি; আমায় অভিশাপ দিউন।"

যুধিষ্ঠিরের এই সবিনয় কথায় গান্ধারী কোন উত্তর দিলেন না, কিন্তু বিবাহিত জীবনে এই প্রথম চক্ষুর আবরণ ঈষৎ মোচন করে, যুধিষ্ঠিরের অঙ্গুলির প্রতি চেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌লেন।—শোকগ্রস্তার সে অশুভ দৃষ্টিতে যুধিষ্ঠিরের সুন্দর অঙ্গুলিগুলি বিরূপ হয়ে গেল।

তারপর মৃত পুত্রগণের বিকৃতিপ্রাপ্ত মুখগুলি যখন দেখলেন, তাঁর সমস্ত ধৈর্য্যের বাঁধ ছিন্ন হয়ে গেল। তিনি সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণকে দেখে অভিশাপ দিয়ে বল্‌লেন—

"হে মাধব! এই শ্মশানে এসে,—এই হত প্রিয়জনের মুখগুলি দেখে, আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হচ্ছে। এ হত্যার জন্য তুমিই দায়ী। হে নিষ্ঠুর, নির্ম্মম নরদেব! আমার সতীধর্ম্ম, আমার ব্রতনিষ্ঠা দিয়ে আমি তোমার স্বরূপ দেখেছি। তুমি যদি তোমার কুটিল চক্র না ফেলতে, আজ বাল-বিধবা উত্তরা এ শ্মশানে বসে হাহাকার কর্ত্ত না, কৌরবের বধূগণ উন্মাদিনী হয়ে পাগলের মত ঘুরে বেড়াত না। এত অশ্রুজলেও কি তোমার কঠিন হৃদয় গলে না? তুমি যেমন আমায় শোক দিয়েছ, তেমনি শোক বুকে নাও, তারপর বোঝ তার কি জ্বালা!"

শ্রীকৃষ্ণ নির্ব্বিকার হয়ে সতীর অভিশাপ গ্রহণ করলেন, তারপর তাঁকে নানা প্রবোধ-বাক্যে সান্ত্বনা করে ঘরে পাঠালেন।

কিন্তু ঘরে কি মন রয়! যুধিষ্ঠিরকে সমস্ত রাজ্যভার দিয়ে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী বনবাসে চলে গেলেন।

একদিন বনে দাবানল লেগে এই সর্ব্বস্ব-হারা শোক-তাপ-দগ্ধ দম্পতীর অগ্নিময় শ্মশান-শয্যা রচিত করল। মা গান্ধারী স্বামীর অঙ্গে অঙ্গ মিশিয়ে সেই "প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধাস্যস্থিভিরস্থীনি মাংসৈর্ম্মাংসানি ত্বচা ত্বচম্" মন্ত্র সম্পূর্ণরূপে সার্থক করে স্বামী সহ পুড়ে ভস্ম হলেন।

দেবীর দেহের অবসান হল, কিন্তু সতীধর্ম্মের চিরপূজ্য প্রতিমারূপে মানবের মর্ম্ম-মন্দিরে তিনি প্রতিষ্ঠিতা হয়ে রইলেন।

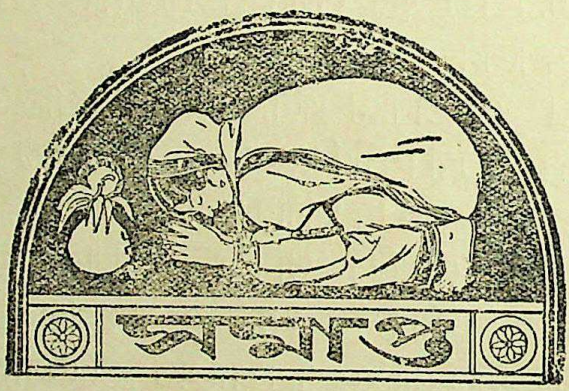

শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত

ছেলেমেয়েদের উপহার দিবার মত কতকগুলি বই

জীবনীকথা

জর্জ্জ বার্ণার্ড শ' ১৲
বিপ্লবী ষ্টালিন ১৲
সত্যাশ্রয়ী বাপুজী ২৲
রাষ্ট্রনেতা জওহরলাল ১৲

নাটক

সিপাহী বিদ্রোহ (ছেলেদের জন্য) ১৲
বুড়িগঙ্গার তীরে ১৲
কেদার রায় ।৶০
শিবাজী ।৶

পূজাবার্ষিকী

বসুধারা ৪৲
পরশমণি ৪৲

জ্ঞানের বই

অতীতের পৃথিবী ১৷৷০
বিজ্ঞানের যুগান্তর ৸০
বিজ্ঞান-জগৎ ৸০
বিজ্ঞানের মায়াজাল ১৲

ব্যায়াম বিষয়

ছোটদের খেলা ও ব্যায়াম ৷৶০
বলীদের গল্প ১৷৷০

ভ্রমণ কথা

দুর্গমের বিভীষিকা ১৲
কম্যাণ্ডার কবুতর ১৷৷০
আকাশ গঙ্গা ১৷৷০

ডক্টর-জানোয়ার সম্বন্ধীয়

পাতালপুরের দিগ্বিজয়ী ১৲
জীবজগতের আজব কথা ১৷৷০

অনুবাদ সিরিজ

ক্যুয়োভাদিস্ ১৷৷০
আঙ্কল টমস্ কেবিন ১৷৷০
কাউণ্ট অফ মণ্টেক্রিষ্টো ১৷৷০
ছায়া ও কায়া ১৲
বাসুকীর অভিশাপ ১৲
কৃষ্ণার অভিযান ১৷৷০
অভিশপ্ত ম্যমী ১৲
নিঝুম রাতের কান্না ১৲
বোম্বেটে দ্বীপ ১৲
ঘোরপ্যাঁচ ১৲
সুন্দরবনের গুপ্তধন ১৷৷০
বাঘরাজ্যের অভিযান ২৲
আলেয়ার আলো ১৲
অন্ধকূপের বন্দী ১৲
কৃষ্ণার পরিচয় ১৷৷০
পেশোয়াজের বিভীষিকা ১৲

ছোটদের রমেশ দত্ত সিরিজ

মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত ১৲
রাজপুত জীবনসন্ধ্যা ১৲

ছোটদের বঙ্কিম ও দামোদর গ্রন্থাবলী

যুগলাঙ্গুরীয় ১৲
নবাবনন্দিনী ১৲
তিলোত্তমা ১৲
বিষবৃক্ষ ১৲
মৃন্ময়ী ১৲

পাঁচমিশালী

আলো দিয়ে গেল যারা ২৲
ছোটদের পদ্মাপুরাণ ২৲
রঙীন আকাশ ২৲
জন্মদিনের উপহার ২৲

ভূতুড়ে কাণ্ড

অদ্ভুত যত ভূতের গল্প ৸৲
ঠাকুরমার ঝুলি ৸৲
ভূত প্রেত দত্যি দানা ১৷৷০

দেব-সাহিত্য কুটীর ঃঃ ২২।৫ বি, শ্যামাপুকুর লেন, কলিকাতা